আগামী ১৯শে ডিসেম্বর,২০১৯ইং তারিখ হইতে ১লা জানুয়ারি,২০২০ইং তারিখ পর্যন্ত হাইকোর্ট বিভাগের অবকাশকালীন বেঞ্চ সমূহ নিম্নরুপঃ

১. **বিচারপতি মোঃ রইস উদ্দিন** **এবং** **বিচারপতি খোন্দকার দিলীরুজ্জামান**	একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী রিভিশন; ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমা সমূহ এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ এবং শুনানী করিবেন।
২. **বিচারপতি জে. বি. এম. হাসান** **এবং** **বিচারপতি মোঃ খায়রুল আলম**	একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়াদি সহ সকল প্রকার জরুরী রীট মোশন; তৎসংক্রান্ত সকল রীট বিষয়াদি এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ এবং শুনানী করিবেন; ২০০৯ইং সনের ট্রেডমার্ক আইনের অধীনে আপীল; ১৯১১ইং সনের পেটেন্ট ও ডিজাইন আইনের ৫১(ক) এবং ২৬(খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) ধারামতে আবেদনপত্র ও আপীল; মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১-এর ধারা ৪২(১)(গ) ক্ষমতাবলে এ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল; আয়কর রেফারেন্স মোকদ্দমা ও আয়কর সংত্রান্ত রীট রেফারেন্স; কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯-এর ধারা ১৯৬ ডি অনুযায়ী আপীল শুনানী করিবেন; **হাইকোর্ট বিভাগ ও উহার অধীনস্থ আদালত অবমাননার অভিযোগপত্র;** যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহন ও শুনানী করিবেন।
৩. **বিচারপতি মোঃ নজরুল ইসলাম তালুকদার** **এবং** **বিচারপতি সরদার মোঃ রাশেদ জাহাঙ্গীর**	একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, মানি লন্ডারিং আইন সংক্রান্ত ফৌজদারী ও রীট মোশন সহ সকল প্রকার জরুরী রীট মোশন, তৎসংক্রান্ত সকল রীট বিষয়াদি এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।
৪. **বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল** **এবং** **বিচারপতি এ, এস, এম, আব্দুল মোবিন**	একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী রিভিশন; ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমা সমূহ এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ এবং শুনানী করিবেন।
৫. **বিচারপতি কে, এম, কামরুল কাদের**	একক বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য আদিম অধিক্ষেত্রাধীন বিষয়; সাকসেশন আইন,১৯২৫ অনুযায়ী ইচ্ছাপত্র ও ইচ্ছাপত্র ব্যাতিরেকে মৃত ব্যক্তির বিষয়বস্তুর অধিক্ষেত্র; বিবাহ বিচ্ছেদ আইন ১৮৬৯ অনুযায়ী মোকদ্দমা; প্রাইজ কোর্ট বিষয় সহ এ্যাডমিরেলটি কোর্ট আইন,২০০০ অধিক্ষেত্রাধীন মোকদ্দমা; মার্চেন্ট শিপিং অর্ডিন্যান্স,১৯৮৩ এর অধীনে আবেদনপত্র; ২০০৯ইং সনের ট্রেডমার্ক আইনের অধীন আবেদনপত্র; ১৯১৩ ও ১৯৯৪ইং সনের কোম্পানী আইন অনুযায়ী আবেদনপত্র; ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১ইং (১৯৯১ইং সনের ১৪নং আইন) অনুযায়ী আবেদনপত্র; সালিশ আইন ২০০১ (২০০১ইং সনের ১নং আইন) অনুযায়ী আপীল ও আবেদনপত্র; সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের ডিক্রি ও আদেশের বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ ডিক্রি ও আদেশের বিরুদ্ধে দেওয়ানী রিভিশন; যে

	সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহন ও শুনানী করিবেন।
৬. **বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম এবং বিচারপতি এস, এম, মনিরুজ্জামান**	একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহনযোগ্য দেওয়ানী মোশন; শুনানীর জন্য প্রথম আপীল, প্রথম আপীল (প্রবেট), প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); ৬,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বমানের প্রথম বিবিধ আপীল এবং দেউলিয়া বিষয়ক আইনের অধীনে আপীল সমূহ; ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহনযোগ্য দেওয়ানী রুল ও রিভিশন মোকদ্দমা; হাইকোর্ট রুলস-এর ৯ অধ্যায়ের ৩৪ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য ৬,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বমানের আপীল; ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহনযোগ্য দেওয়ানী রুল, দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা ও তৎসংক্রান্ত আবেদনপত্র হইতে উদ্ভুত সকল লয়াজিমা বিষয়; ২০০১ইং সনের ১নং আইনের (শালিশী আইন,২০০১) ৪৮(ক), (খ) এবং (গ) ধারা মোতাবেক আপীল; ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা (বিশেষ দায়িত্ব) অধ্যাদেশ, ১৯৯১ইং (অধ্যাদেশ নং-৬, ১৯৯১) এর অধীন আপীল; ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহনযোগ্য দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী আপীলসমূহ এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র ও শুনানী করিবেন।
৭. **বিচারপতি খিজির আহমেদ চৌধুরী**	একক বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী মোশন; দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০ টাকা মানের আপীল; সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী রুল ও দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা; অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০ টাকা মানের আবেদনপত্র ও প্রথম আপীল, প্রথম আপীল (প্রবেট) এবং একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য সকল লয়াজিমা বিষয় ও অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০ টাকা মানের প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); ২০০১ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত ১৯৭২ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ মোতাবেক "নির্বাচনী" আবেদনত্র; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।
৮. **বিচারপতি মোঃ সেলিম**	একক বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী রিভিশন ও রেফারেন্স মোকদ্দমা এবং একক বেঞ্চ গ্রহণযোগ্য দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের অধীন দায়েরকৃত মামলা, রায়, আদেশ হইতে উদ্ভুত সকল প্রকারের মোশন ও তদসংক্রান্ত শুনানী; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ করিবেন।

প্রধান বিচারপতি
বাংলাদেশ
তারিখঃ ১২ই ডিসেম্বর,২০১৯ইং।